যুগান্তর

সেই অধ্যক্ষ বরখাস্ত

প্রকাশ : ০৮ এপ্রিল ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ফেনী ও সোনাগাজী প্রতিনিধি

অধ্যক্ষ সিরাজ উদ্দৌলা। ফাইল ছবি

ফেনীর সোনাগাজীতে পরীক্ষা কেন্দ্রে গায়ে কেরোসিন ঢেলে মাদ্রাসাছাত্রীকে পুড়িয়ে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় সেই অধ্যক্ষ সিরাজ উদ্দৌলাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। রোববার ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পিকেএম এনামুল করিমের সভাপতিত্বে সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার গভর্নিং কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।

সভায় ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত মাদ্রাসা বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত হয়। এ ছাড়া সভায় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের পক্ষ থেকে অগ্নিদগ্ধ ছাত্রীর চিকিৎসায় দুই লাখ টাকা অনুদান দেয়ারও সিদ্ধান্ত হয়।

মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সহ-সভাপতি রুহুল আমিন যুগান্তরকে বলেন, কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে কারাগারে থাকা অধ্যক্ষ সিরাজ উদ্দৌলাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত মাদ্রাসা বন্ধ থাকবে। আর হোস্টেল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।
সভা সূত্রে জানা যায়, আরবি বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ হোসাইনকে মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ২৭ মার্চ অধ্যক্ষ সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আনে ওই ছাত্রী। এদিনই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সোনাগাজী থানায় মামলা করেন ছাত্রীর মা। পরিবারের অভিযোগ, ওই ঘটনার জের ধরেই অধ্যক্ষের লোকজন পরীক্ষার হল থেকে ডেকে নিয়ে শনিবার সকালে ছাত্রীর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে হত্যার চেষ্টা করে।

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ : অনুসন্ধানে জানা যায়, দুই দশক আগে সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসায় উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পান সিরাজ উদ্দৌলা। তখন তিনি অভিজ্ঞতার জাল সনদ জমা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল।

এ নিয়ে চার বছর আগে মাদ্রাসার তখনকার ব্যবস্থাপনা কমিটির অভিভাবক সদস্য এবং সোনাগাজী পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আবদুল মান্নান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট শাখার ডিজি বরাবর একটি অভিযোগ জমা দেন। অনিয়ম ও দুর্নীতির দায়ে বসুরহাটের রঙ্গমালা মাদ্রাসা থেকে এবং শিশু বলাৎকারের অভিযোগে ১৯৯৬ সালে সালামতিয়া মাদ্রাসা থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়।

এক অভিভাবক জানান, এর আগেও অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপে তিনি পার পেয়ে যান। এ ছাড়া সিরাজ উদ্দৌলা একটি মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় ফেনী শহরে উম্মুল কুরা মাদ্রাসা নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

ওই প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে বড় অঙ্কের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। আবদুল কাইয়ুম নিশান নামে এক শেয়ারহোল্ডার এক কোটি ৩৯ লাখ টাকার অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে চেক জালিয়াতির মামলা করেন। মামলাটি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর শেখ আবদুল হালিম মামুন বলেন, ‘অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের কথা এর আগে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এনামুল করিমকে জানিয়েছি। কিন্তু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন অধ্যক্ষের পক্ষে অবস্থান নেয়ায় তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি রুহুল আমিন। তিনি বলেন, কোনো ধরনের অপরাধকে আমরা প্রশ্রয় দিই না। ছাত্রীকে আগুন দেয়ার ঘটনার ন্যায়বিচার চাই। দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করছি।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।